দৈনিক বাংলা

তারিখ ...30 JAN 1988...
পৃষ্ঠা... ...5 কলাম... 1...

003

উপজেলায় লাইব্রেরী

দৈনিক বাংলার জনমত কলামে সরিষাবাড়িতে একটি লাইব্রেরী খোলার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন দুজন পত্রলেখক। অন্যদিকে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় পাবলিক লাইব্রেরীর দরজায় এখন তালা ঝুলছে। সরকারী উদ্যোগে লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং স্থানীয় লোকজনও বেশ উৎসাহের সঙ্গে লাইব্রেরীতে যাওয়া-আসা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে লাইব্রেরীটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার লাইব্রেরীতে তালা পড়েছে বলে সরিষাবাড়িতে লাইব্রেরী হওয়া উচিত নয়, আমরা তেমন কথা বলছি না। আমরা মনে করি সরিষাবাড়িতে এবং দেশের সব উপজেলায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া দরকার। একটি গণগ্রন্থাগার শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। প্রত্যেক উপজেলা কর্তৃপক্ষ যদি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে বই ও পত্রপত্রিকা কেনার ব্যবস্থা নেন, তা হলে শিক্ষার্থীরা সত্যি লাভবান হবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমাদের দেশে ভাল উদ্যোগ বেশি দিন টিকে থাকে না। উৎসাহের সঙ্গে সবাই হয়ত একটা কাজ শুরু করলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল উৎসাহের জায়গা দখল করে নিয়েছে দলাদলি, বাদ-বিসম্বাদ। সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে শুধু উলিপুর লাইব্রেরী কেন, অনেক বড় প্রকল্পই ভেস্তে যেতে বসছে। সংগঠন পরিচালনার ব্যাপারে আমরা যে খুব একটা দক্ষতার পরিচয় রাখতে পারছি একথা বুক ঠুকে বলা যাবে না। ম্যানেজমেন্টের অভাব বলতে গেলে আমাদের জাতীয় ক্ষেত্রে একটি প্রধান দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্য যে শুধু পরিচালকরা দায়ী—তাও নয়। আমরা সবাই মিলে ভাল কাজ ভন্ডুল করতে ওস্তাদ। তার পরও আমরা ব্যাপকভিত্তিতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিতে সরকারের কাছে সুপারিশ করব। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব গ্রন্থাগারের পরিচালনভার সরকারের হাতে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করি।